বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

সূত্র নং- বিএসইসি/মুখপাত্র (৩য় খন্ড)/২০১১/৭৪

তারিখঃ ০৭ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৬৭৬তম কমিশন সভা অদ্য ১৯/০২/২০১৯ তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে ঃ

১. Sea Pearl Beach Resort and Spa Limited এর প্রতিটি ১০ টাকা ইস্যু মূল্যের ১.৫ (এক দশমিক পাঁচ) কোটি সাধারণ শেয়ার প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) এর মাধ্যমে ইস্যু করার প্রস্তাবে কমিশন অনুমোদন প্রদান করেছে। এই IPO এর মাধ্যমে কোম্পানীটি ১৫ (পনের) কোটি টাকা পুঁজি উত্তোলন করে রিসোর্টের বিভিন্ন কক্ষের ইনটেরিয়র, ফিনিশিং ও আসবাবপত্র ক্রয়, জমি ক্রয় এবং প্রাথমিক গণ প্রস্তাবের খরচ খাতে ব্যয় করবে। কোম্পানীটির ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী নীট সম্পদ মূল্য (NAV) ১০.৪৮ টাকা এবং বিগত ৩ (তিন) টি আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী ভারিত গড় হারে শেয়ার প্রতি আয় (Weighted average EPS) ০.৪১ টাকা। উল্লেখ্য, কোম্পানীটির ইস্যু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে বানকো ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এবং প্রাইম ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড।

২. এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিঃ এর ৬০০ (ছয়শত) কোটি টাকার Fully Redeemable Non-convertible Mudaraba Subordinated Bond এর প্রস্তাব কমিশন অনুমোদন করেছে, যার মেয়াদ হবে ০৭ বছর। এই বন্ডের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে Non-convertible, Fully Redeemable, Unsecured, Unlisted Subordinated Bond। বন্ডটি ০৭ বছরে পূর্ণ অবসায়ন হবে যা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীসমূহ, অফসোর উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (Offshore Development Financial Institutions), কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অন্যান্য যোগ্য বিনিয়োগকারীগণকে প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ইস্যু করা হবে। উল্লেখ্য, এই বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ উত্তোলন করে এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিঃ Tier-II Capital Base শক্তিশালী করবে। এই বন্ডের প্রতি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১ (এক) কোটি টাকা। এই বন্ডের ট্রাস্টি এবং ম্যানডেটেড লিড অ্যারেঞ্জার হিসাবে রয়েছে যথাক্রমে গ্রীণ ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ এবং স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক।

৩. বাজারের অস্বাভাবিক লেনদেন ও কারসাজি সনাক্ত করার লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক দু'টি পৃথক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। একটি তদন্ত কমিটি কমার্স ব্যাংক সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ -এ সংঘটিত অনিয়ম/কারসাজি ও অন্যটি মুন্নু জুট স্টাফলারস্ লিঃ, মুন্নু সিরামিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, কুইন সাউথ টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ, ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস্ লিঃ এবং আলিফ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর শেয়ার লেনদেনে অনিয়ম/কারসাজির বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা করে। তদন্তে উদ্ঘাটিত অনিয়ম এর বিষয়ে দেখা যায় যে, কমার্স ব্যাংক সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ এর তৎকালীন এভিপি জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম অ্যান্ড এসোসিয়েটস (জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম এবং জনাবা আসমা চৌধুরী), জনাব মোঃ আলী মনসুর অ্যান্ড এসোসিয়েটস (জনাব মোঃ আলী মনসুর এবং জনাবা ইয়াকুত জাহান), জনাব মুকুল কুমার সাহা অ্যান্ড এসোসিয়েটস (জনাব মুকুল কুমার সাহা এবং জনাবা লিপিকা সাহা), বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক এর ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) এবং হেড অব ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড মেম্বার অব দি ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন জনাব মোঃ আব্দুল হালিম এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ও চীফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার অ্যান্ড মেম্বার অব দি ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, পদ্মা গ্লাস লিঃ অ্যান্ড এসোসিয়েটস (পদ্মা গ্লাস লিঃ, পদ্মা ক্যান্স অ্যান্ড কালার্স লিঃ ইউনিট-২, রহমত মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ) এবং জনাব আব্দুল কাউয়ুম অ্যান্ড এসোসিয়েটস (জনাব আব্দুল কাউয়ুম, মিসেস মরিয়ম নেছা ও মেসার্স কাউয়ুম অ্যান্ড সন্স) উল্লেখিত শেয়ারসমূহের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাজারকে অস্থিতিশীল করে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17 (e) (v) এর বিধান লংঘন করেছে।

কমার্স ব্যাংক সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ -এ পরিচালিত তদন্তে মুন্নু জুট স্টাফলারস্ লিঃ, মুন্নু সিরামিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, লিগেসি ফুটওয়্যার লিঃ, বাংলাদেশ অটোকারস্ লিঃ, কুইন সাউথ টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ, আলিফ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এবং ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস্ লিঃ এর শেয়ার লেনদেন এবং এর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17(e)(v) এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর ২য় তফসিল এর আচরণবিধি ৬, ৭ ও ৮ ভঙ্গ করায় কমিশন অদ্যকার সভায় কমার্স ব্যাংক সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ এর তৎকালীন এভিপি জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম কে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা জরিমানা, জনাব মোঃ আলী মনসুর কে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা, জনাবা ইয়াকুত জাহান কে সতর্কপত্র ইস্যু, জনাব মুকুল কুমার সাহা কে ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা, জনাবা লিপিকা সাহা কে ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা, জনাব মোঃ আব্দুল হালিম কে ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা, কমার্স ব্যাংক লিঃ এর ভিপি জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম কে ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা

জরিমানা, পদ্মা গ্লাস লিঃ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা, পদ্মা ক্যান্স অ্যান্ড কালার্স লিঃ ইউনিট-২ কে সতর্কপত্র ইস্যু, রহমত মেটাল ইন্ডাঃ লিঃ কে ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা, জনাব আব্দুল কাউয়ুম কে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা, মিসেস মরিয়ম নেছাকে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা, মেসার্স কাউয়ুম অ্যান্ড সন্স কে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত মার্জিন ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে কমিশনের Directive No:- SEC/CMRRCD/2009-193/135 তারিখঃ September 30, 2012 ভঙ্গ করায়, BO হিসাবের সঠিক তথ্য প্রদান না করার মাধ্যমে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 18 ভঙ্গ করায় কমার্স ব্যাংক সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ কে সতর্কপত্র ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৪. কমিশনের তদন্ত দল কর্তৃক পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ এর শেয়ার লেনদেনে উদ্ঘাটিত অনিয়ম এর বিষয়ে দেখা যায় যে, জনাব মোস্তফা হেলাল কবির অ্যান্ড এসোসিয়েটস (জনাব মোস্তফা হেলাল কবির, জনাবা ফউজিয়া ইয়াসমিন, জনাবা হাফেজা খাতুন, জনাব মবিউর রহমান সরকার, মেসার্স অহনা কনস্ট্রাকশন), জনাব কাজি মোঃ শাহাদাত হোসেন, জনাব ইমাদ উদ্দিন আহমেদ প্রিন্স, জনাব তাইজুদ্দিন আহমেদ এবং জনাব সৈয়দ মোঃ আকবর নিম্নে বর্ণিত সিকিউরিটিজ আইনসমূহ ভঙ্গ করেছেঃ

(ক) জনাব মোস্তফা হেলাল কবির অ্যান্ড এসোসিয়েটস (জনাব মোস্তফা হেলাল কবির, জনাবা ফউজিয়া ইয়াসমিন, জনাবা হাফেজা খাতুন, জনাব মবিউর রহমান সরকার, মেসার্স অহনা কনস্ট্রাকশন), পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ এর শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17(e)(v) এবং পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং কোম্পানী সচিব জনাব মোস্তফা হেলাল কবির এবং তাঁর স্ত্রী জনাবা ফউজিয়া ইয়াসমিন নিষেধাজ্ঞা থাকাকালীন পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ এর শেয়ারের লেনদেনের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) ভঙ্গ করেছে;

(খ) জনাব কাজি মোঃ শাহাদাত হোসেন, পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ এর শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17(e)(v) ভঙ্গ করেছে;

(গ) পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ এর সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর জনাব ইমাদ উদ্দিন আহমেদ প্রিন্স নিষেধাজ্ঞা থাকাকালীন পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ এর শেয়ারের লেনদেনের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) ভঙ্গ করেছে;

(ঘ) পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ এর সহকারী মহা-ব্যবস্থাপক জনাব তাইজুদ্দিন আহমেদ নিষেধাজ্ঞা থাকাকালীন পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ এর শেয়ারের লেনদেনের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) ভঙ্গ করেছে; এবং

(ঙ) পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ এর সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার জনাব সৈয়দ মোঃ আকবর নিষেধাজ্ঞা থ পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ এর শেয়ারের লেনদেনের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) ভঙ্গ করেছে।

উপরে বর্ণিত সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য কমিশন, জনাব মোস্তফা হেলাল কবির কে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা, জনাবা ফউজিয়া ইয়াসমিন কে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা, জনাবা হাফেজা খাতুন কে সতর্কপত্র ইস্যু, জনাব মবিউর রহমান সরকার কে সতর্কপত্র ইস্যু, মেসার্স অহনা কনস্ট্রাকশন কে সতর্কপত্র ইস্যু, জনাব কাজি মোঃ শাহাদাত হোসেন কে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা জরিমানা, জনাব ইমাদ উদ্দিন আহমেদ কে সতর্কপত্র ইস্যু, জনাব তাইজুদ্দিন আহমেদ কে সতর্কপত্র ইস্যু, জনাব সৈয়দ মোঃ আকবর কে সতর্কপত্র ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৫. কমিশনের তদন্ত দল কর্তৃক স্টাইল ক্রাফট লিঃ এর শেয়ার লেনদেনে উদ্ঘাটিত অনিয়ম এর বিষয়ে দেখা যায় যে, জনাব মাহীন রাব্বানী হক অ্যান্ড জনাবা তাহমিনা রাব্বানী এসোসিয়েটস, জনাব সামসুল আলম, জনাব মোঃ মোস্তাক হোসেন, জনাব মোঃ ইডমুন গুডা, জনাব অসিম কুমার নাগ অ্যান্ড এসোসিয়েটস (জনাব অসিম কুমার নাগ, জনাবা সাবা নাগ, জনাবা সোমা নাগ), জনাব মোঃ মাহামুদুজ্জামান নিম্নে বর্ণিত সিকিউরিটিজ আইনসমূহ ভঙ্গ করেছেঃ

(ক) জনাব মাহীন রাব্বানী হক অ্যান্ড জনাবা তাহমিনা রাব্বানী এসোসিয়েটস, স্টাইল ক্রাফট লিঃ এর শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17 (e)(v) এবং স্টাইল ক্রাফট লিঃ এর পরিচালক জনাব মাহীন রাব্বানী হক অ্যান্ড জনাবা তাহমিনা রাব্বানী নিষিদ্ধ সময়ে স্টাইল ক্রাফট লিঃ এর শেয়ারের লেনদেনের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) ভঙ্গ করেছে;

(খ) জনাব সামসুল আলম, স্টাইল ক্রাফট লিঃ এর শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17(e)(v) ভঙ্গ করেছে;

(গ) স্টাইল ক্রাফট লিঃ এর সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মোস্তাক হোসেন, নিষিদ্ধ সময়ে স্টাইল ক্রাফট লিঃ এর শেয়ারের লেনদেনের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) ভঙ্গ করেছে;

(ঘ) স্টাইল ক্রাফট লিঃ এর কোম্পানী সচিব জনাব মোঃ ইডমুন গুডা, নিষিদ্ধ সময়ে স্টাইল ক্রাফট লিঃ এর শেয়ারের লেনদেনের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) ভঙ্গ করেছে;

(ঙ) জনাব অসিম কুমার নাগ অ্যান্ড এসোসিয়েটস (জনাব অসিম কুমার নাগ, জনাবা সাবা নাগ, জনাবা সোমা নাগ), স্টাইল ক্রাফট লিঃ এর শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17(e)(v) ভঙ্গ করেছে;

(চ) জনাব মোঃ মাহামুদুজ্জামান স্টাইল ক্রাফট লিঃ এর শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17(e)(v) ভঙ্গ করেছে;

উপরে বর্ণিত সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য কমিশন, জনাব মাহীন রাব্বানী হক কে সতর্কপত্র ইস্যু, জনাবা তাহমিনা রাব্বানী কে সতর্কপত্র ইস্যু, জনাব সামসুল আলম কে সতর্কপত্র ইস্যু, জনাব মোঃ মোস্তাক হোসেন কে সতর্কপত্র ইস্যু, জনাব মোঃ ইডমুন গুডা কে ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা, জনাব অসিম কুমার নাগ কে সতর্কপত্র ইস্যু, জনাবা সাবা নাগ কে সতর্কপত্র ইস্যু, জনাবা সোমা নাগ কে সতর্কপত্র ইস্যু এবং জনাব মোঃ মাহামুদুজ্জামানকে ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৬. কমিশনের তদন্ত দল কর্তৃক মুন্নু জুট স্টাফলার লিঃ এর শেয়ার লেনদেনে উদ্ঘাটিত অনিয়ম এর বিষয়ে দেখা যায় যে, জনাব সাইফ উল্লাহ, জনাব মোঃ আব্দুস সেলিম এবং জনাব মোঃ জিয়াউল করিম এবং জনাব মোঃ আতাউর রহমান নিম্নে বর্ণিত সিকিউরিটিজ আইনসমূহ ভঙ্গ করেছেঃ

(ক) জনাব সাইফ উল্লাহ, মুন্নু জুট স্টাফলার লিঃ এর শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17(e)(ii)(iv)(v) ভঙ্গ করেছে;

(খ) জনাব মোঃ আব্দুস সেলিম এবং জনাব মোঃ জিয়াউল করিম, মুন্নু জুট স্টাফলার লিঃ এর শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17(e)(ii)(iv)(v) ভঙ্গ করেছে; এবং

(গ) মুন্নু জুট স্টাফলার লিঃ এর ডেপুটি ম্যানেজার (শেয়ার) জনাব মোঃ আতাউর রহমান, নিষেধাজ্ঞা থ মুন্নু জুট স্টাফলার লিঃ এর শেয়ারের লেনদেনের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) ভঙ্গ করেছে।

উপরে বর্ণিত সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য কমিশন, জনাব সাইফ উল্লাহ -কে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা, জনাব মোঃ আব্দুস সেলিম -কে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা, জনাব মোঃ জিয়াউল করিম -কে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা এবং জনাব মোঃ আতাউর রহমান -কে সতর্কপত্র ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৭. কমিশনের তদন্ত দল কর্তৃক রেনউইক যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোঃ (বিডি) লিঃ এর শেয়ার লেনদেনে উদ্ঘাটিত অনিয়ম এর বিষয়ে দেখা যায় যে, জনাব এ, এস, শহিদুল হক, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান এবং জনাব মোঃ আব্দুল ওহাব ভূঁইয়া নিম্নে বর্ণিত সিকিউরিটিজ আইনসমূহ ভঙ্গ করেছেঃ

(ক) জনাব এ, এস, শহিদুল হক, রেনউইক যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোঃ (বিডি) লিঃ এর শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17(e)(v) ভঙ্গ করেছে;

(খ) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, রেনউইক জজ্ঞেস্বর অ্যান্ড কোঃ (বিডি) লিঃ এর শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17(e)(v) ভঙ্গ করেছে; এবং

(গ) জনাব মোঃ আব্দুল ওহাব ভূঁইয়া, রেনউইক জজ্ঞেস্বর অ্যান্ড কোঃ (বিডি) লিঃ এর শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 17(e)(v) ভঙ্গ করেছে।

উপরে বর্ণিত সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য কমিশন, জনাব এ, এস, শহিদুল হককে সতর্কপত্র ইস্যু, জনাব মোঃ মিজানুর রহমানকে সতর্কপত্র ইস্যু, জনাব মোঃ আব্দুল ওহাব ভূঁইয়াকে সতর্কপত্র ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

৮. এছাড়া, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে তথা জনস্বার্থে মুন্নু জুট স্টাফলারস্ লিঃ, মুন্নু সিরামিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এবং স্টাইল ক্রাফট লিঃ এর শেয়ার বাধ্যতামূলক স্পট-এ লেনদেনের পরিবর্তে আগামী ২০/০২/২০১৯ তারিখ থেকে মূল মার্কেটে লেনদেন হবে মর্মে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৯. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর ট্রেক হোল্ডার শ্যামল ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড (ট্রেক নং-০৩) এর জুন ৩০, ২০১৭ইং এর নীরিক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক পরীক্ষান্তে তাদের সমন্বিত গ্রাহক হিসাব (Consolidated Customers' Account) এ ২২,৬৪,৪৬,৪১১.১৬ টাকা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

উক্ত ঘাটতি সমন্বয় করার জন্য কমিশন Securities and Exchange Ordinance,1969 এর ধারা 20A এর অধীনে নির্দেশনা জারি করে জুলাই ৩১, ২০১৮ইং এর মধ্যে উক্ত ঘাটতি সমন্বয়ের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়। উক্ত সময়ের মধ্যে ঘাটতি সমন্বয় না করে শ্যামল ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন করে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে ডিএসই থেকে প্রাপ্তব্য লভ্যাংশ, কৌশলগত বিনিয়োগকারী থেকে প্রাপ্তব্য টাকা এবং সিকিউরিটিজ লেনদেনের ফ্রি লিমিট সুবিধা স্থগিত করার শর্তে অক্টোবর ৩১, ২০১৮ ইং সময় বৃদ্ধি করা হয়।

এতদসত্বেও শ্যামল ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড কমিশনের উপরোক্ত নির্দেশনা সম্পূর্ণ পরিপালন করেনি এবং কমিশনের নির্দেশে ফেব্রুয়ারি ১০, ২০১৯ তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সমন্বিত গ্রাহক হিসাবে এখনও ঘাটতির পরিমান ৯,৫৬,৯৪,৮৬৪.৯২ টাকা।

যেহেতু, শ্যামল ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের এই ধরনের আচরণ বিনিয়োগকারীদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং স্বার্থের পরিপন্থি এবং কমিশনের নিবন্ধন সনদে উল্লেখিত আচরণ বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, সেহেতু কমিশন কর্তৃক আজ ১৯.০২.২০১৯ তারিখের সভায় কমিশনের এনফোর্সমেন্ট বিভাগকে শ্যামল ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড এর বিরুদ্ধে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধি ১২ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
উল্লেখ্য যে, উক্ত বিধি ১২ নিবন্ধন সনদ বাতিল ও স্থগিতকরণ সংক্রান্ত।

২১/০২/২০১৯

মো: সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র।